দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 FEB 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে খরচ হ্রাসের পরামর্শ দিয়েছে

আবদুল মান্নান ।। বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে খরচ হ্রাস করার পরামর্শ দিয়েছে। খরচ কমানোর এই পরামর্শে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষক কমানোর কথা বলেছে। বিশ্ব ব্যাংকের মতে, আগামী ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সফল করতে সক্ষম হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষায় জনসংখ্যা হ্রাস পাবে। একটি দায়িত্বশীল সূত্র একথা জানায়।

সূত্র জানায়, আগামী ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই লক্ষ্যে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনসহ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে। এখনই যদি বিশ্ব ব্যাংক খরচ কমানোর মতো সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেয় তবে তা ঠিক হবে না। বিশ্ব ব্যাংকের এই পরামর্শ বাংলাদেশ সরকার বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেনি। সূত্র জানায়, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী ৫ বছরের জন্য বিশ্ব ব্যাংক ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার বাজেটের কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস করার পরামর্শ দিয়েছে। এই পরামর্শ মোতাবেক কাজ করলে বাংলাদেশে প্রাথমিক

(৮-এর পাতায় দেখুন)

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে খরচ হ্রাসের পরামর্শ দিয়েছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার অনেক কার্যক্রম ও প্রকল্প বন্ধ করে দিতে হবে এবং বৈসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (যেগুলো সরকারীকরণের জন্য সরকারের বিবেচনাধীন)সমূহ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে গতিশীল করার জন্য সূত্র জানায়, এদিকে ছোট ছোট ৪টি প্রকল্প নিয়ে গঠিত একটি বড় প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশের অপেক্ষায় পড়ে আছে। বিগত ৪ মাস যাবত এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া হচ্ছে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটিকে জবাবদিহি করতে হবে

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার খারাপ ফলাফলের জন্য গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে জবাবদিহি করার জন্য নীতি প্রণীত হচ্ছে। এই নীতি অনুযায়ী কোন স্কুল ভালভাবে না চললে, শৃংখলা পালন না করলে এবং ভাল ফলাফল করতে ব্যর্থ হলে ঐ স্কুল বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। এই স্কুলকে মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দেয়ার কথা ভেবে দেখা হচ্ছে। কোন থানার স্কুল কোন্ কমিটির আওতায় থাকবে এবং কোন এলাকার ছিলো কোথায় পড়বে তা ভাগ করে দেয়া হবে।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় করার জন্য একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন হচ্ছে। এখন থেকে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার আগেই মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। কোন রকম একটা ঘর দাঁড় করিয়ে স্কুল করার কোন অনুমতি আর দেয়া হবে না। সকল শত পূরণ সাপেক্ষে আগে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে।

মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা

সূত্র জানায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের বর্তমান শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র পরিবর্তে এইচএসসি করার চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে যারা এসএসসি হিসেবে ইতোমধ্যেই শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন তাদেরকে প্রাইভেট পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরিরত অবস্থায় ২/৩ বছরের মধ্যে এইচএসসি পাস করার সুযোগ দেয়া হবে। এছাড়া শিক্ষা বিষয়ক ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করার একটি চিন্তাও রয়েছে। তবে এইচএসসি নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা কোটা পূর্বের মতোই সংরক্ষিত থাকবে। মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের পর থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে স্কুলের শিক্ষার মান ভাল হচ্ছে না এই ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া থেকেই তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভাবতে শুরু করেছে। শীঘ্রই তা বাস্তবায়ন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।